**CINEMA**
নিউজ 2 | গসিপ 3
ফিচার 4 | স্টার টক 5

**SPORTS**
গসিপ 6 | ফিচার 7
স্টার টক 8

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৩০ জুন ২০১৭

# বিনোদন

বিনোদনের ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

তিনের পাতায়

## বিস্ফোরক ঋতাভরী

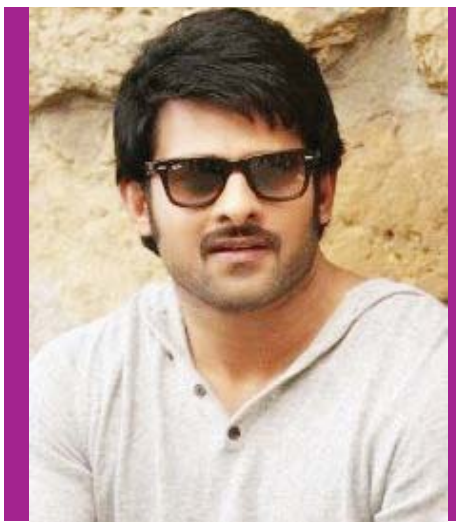

তিনের পাতায়

## ডিমান্ড ঊর্ধ্বমুখী, তাই হিন্দি শেখা জরুরি মনে করছেন প্রভাস

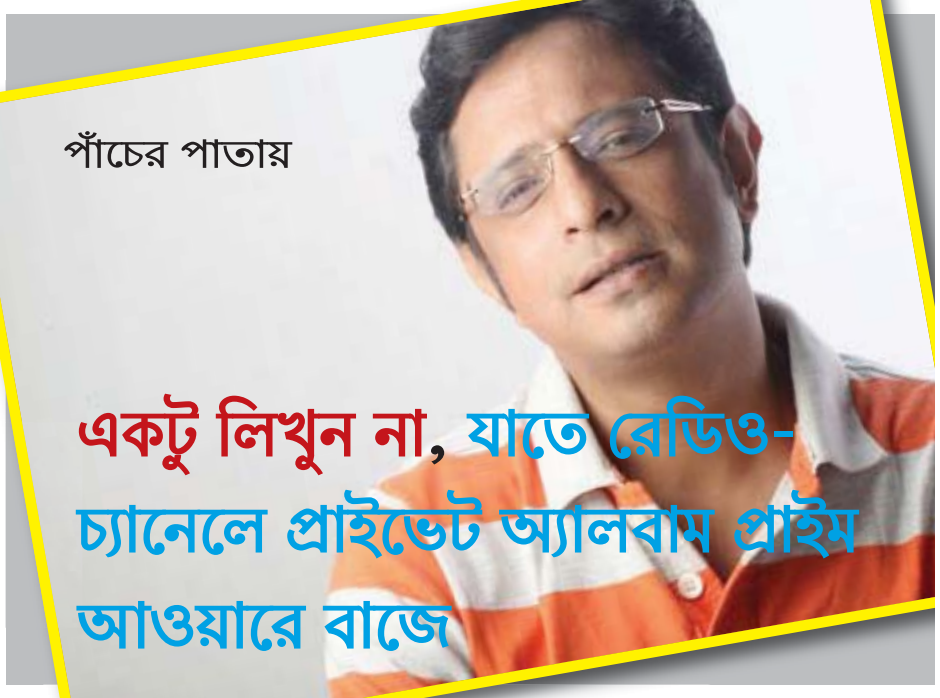

পাঁচের পাতায়

## একটু লিখুন না, যাতে রেডিও-চ্যানেলে প্রাইভেট অ্যালবাম প্রাইম আওয়ারে বাজে

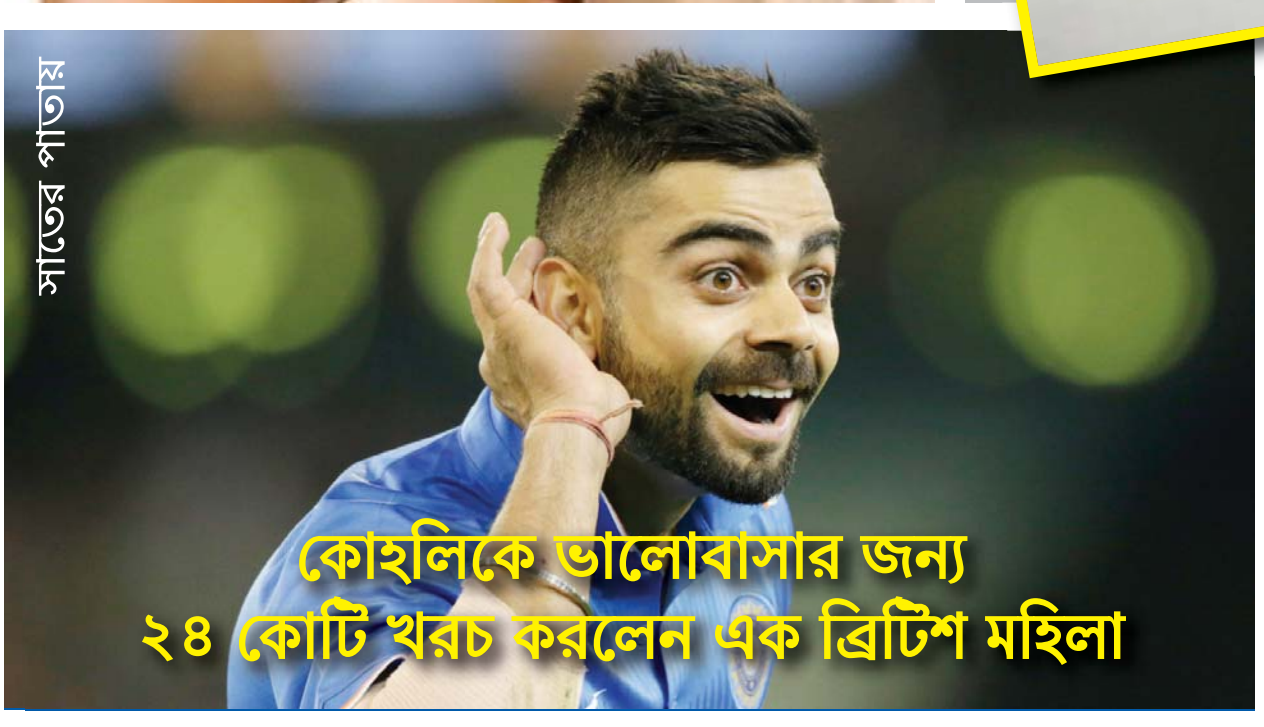

সাতের পাতায়

## কোহলিকে ভালোবাসার জন্য ২৪ কোটি খরচ করলেন এক ব্রিটিশ মহিলা

আটের পাতায়

## লেগ ক্রিকেটের বিশেষ প্রচার দরকার

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ৩০ জুন ২০১৭

## টিভিতে বাংলা সিরিয়াল



**স্টার জলসা**

১৭.৩০ মায়ার বাঁধন
১৮.০০ কুন্দফুলের মালা
১৮.৩০ পটলকুমার গানওয়ালা
১৯.০০ কুসুম দোলা
১৯.৩০ কে আপন কে পর
২০.০০ অগ্নিজল
২০.৩০ স্বপ্ন উড়ান
২১.০০ মিলন তিথি
২১.৩০ ভজ গৌরাঙ্গ
২২.০০ রাখী বন্ধন

**জি বাংলা**

১৭.০০ দিদি নাম্বার ওয়ান
১৮.০০ রাধা
১৮.৩০ এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
১৯.০০ তবু মনে রেখো
১৯.৩০ স্ত্রী
২০.০০ জরোয়ার ঝুমকো
২০.৩০ আমার দুর্গা
২১.০০ বিকেলে ভোরের ফুল
২১.৩০ ছদ্মবেশী (সোম-শুক্র)
দাদাগিরি (শনি-রবি)
২২.০০ জামাইরাজা (সোম-শুক্র)

যুগশঙ্খ SUPPLI team
JUST বিনোদন

**শর্মিলা চন্দ্র** (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সুদীপ্ত চৌধুরী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী**

# ভুতু এবার বড়পর্দায়

ছোট্ট ভুতু-কে নিশ্চয় সকলের মনে আছে? আবারও আর্শিয়া মুখোপাধ্যায় খুড়ি ভুতু-কে দেখা যাবে পর্দায়। তবে টেলিভিশন নয়, সিনেমার পর্দায়। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ককপিট' ছবিতে অভিনয় করছে ভুতু। ছবিটি প্রযোজনা করছেন দেব। একটি বিমান দুর্ঘটনাকে অবলম্বন করেই ছবিটি তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে শ্যুটিংও শুরু হয়ে গিয়েছে। ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে দেব ও তাঁর বান্ধবী রুক্মিণীকে। সঙ্গে রয়েছেন কোয়েলও। প্রত্যেকের সঙ্গে কোমর বেঁধে অভিনয় করছে ভুতু। বয়সে ছোট হলেও টেলিভিশনের মতো সিনেমাতেও তার সাবলীল অভিনয় সকলের নজর কাড়তে পারে কিনা সেটাই দেখার। সিনেমায় কাজ করতে পেরে আর্শিয়া বেশ খুশি। আর এরকম একটা দুষ্টু-মিষ্টি খুদে থাকায় শ্যুটিংয়ের ক্লান্তি থেকে সকলে মুক্ত। ছোট্ট ভুতু সকলের কাছে অক্সিজেনের মতো কাজ করছে।

# সলমনের ছবিকে টক্কর দিতে ২২ ডিসেম্বর মুক্তি সঞ্জয় দত্তের বায়োপিকের?

সঞ্জয় দত্তের বায়োপিক। এই খবর ঘোরাফেরা করছে বহুদিন ধরে। কিন্তু কবে তা পর্দায় আসবে এটা জানা যাচ্ছিল না কোনওভাবেই। তবে এবার দিনটি ঘোষণা করে দিলেন বলিউডের এক ট্রেড অ্যানালিস্ট। এ-বছর নয় পরের বছর আসছে বায়োপিক। মুক্তি পাবে ৩০ মার্চ, ২০১৮তে। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল চলতি বছরই মুক্তি পেতে পারে এই ছবি। সেক্ষেত্রে মুন্নাভাইকে টক্কর দিতে হতো ভাইজানের সঙ্গে। কারণ ২২ ডিসেম্বর যেদিন এই বায়োপিকের মুক্তির দিন ধার্য করা হয় ওইদিনই মুক্তি পাওয়ার কথা সলমন-ক্যাটরিনার 'টাইগার জিন্দা হ্যায়' ছবিটি। তবে পরের বছর মুন্নাভাইয়ের বায়োপিক রিলিজ করলে এই টক্করের চিন্তা আর থাকল না। কিন্তু এখন একটা বিষয়ই চিন্তার, সেটি হল বায়োপিকের নাম। রিলিজ তারিখ ঘোষণা হলেও নামকরণ নিয়ে চলছে চাপানউতোর। এই ছবিতে সঞ্জয় দত্তের চরিত্রে দেখা যাবে রণবীর কাপূরকে। এছাড়া বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন মনীষা কৈরালা, দিয়া মির্জা ও পরেশ রাওয়াল। ইতিমধ্যেই এই বায়োপিক নিয়ে চলছে নানান ধরনের কথা চালাচালি। বহু প্রতীক্ষিত এই ছবি কবে মুক্তি পাবে তাই নিয়ে চলছিল ঘোর জল্পনা। যদিও এখনও পর্যন্ত ছবির পরিচালক থেকে প্রযোজক কেউই এই বিষয় নিয়ে মুখ খোলেননি। শুধু তাই নয় ফক্স স্টার স্টুডিওজ থেকে জানা গিয়েছে, ছবির শ্যুটিং শুরু করতেই লেগেছে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা।

# সাড়া ফেলেছে 'স্বপ্ন শিশির'

গোপাল বসুর ফিচার ফিল্ম 'স্বপ্ন শিশির' সারা রাজ্যে বেশ ভালো রকম সাড়া ফেলেছে। ছবিটির সমালোচনা করতে গিয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় জানান, 'গ্ল্যামারাস আর্টিস্ট ছাড়া এরকম একটা ছবি করা যায় সেটা গোপাল বসুর 'স্বপ্ন শিশির' না দেখলে বোঝা যাবে না। এক কথায় বলা যায় সিনেমাটি লিরিক্যাল। অনেকদিন পর এরকম একটা ভালো সিনেমা দেখলাম। অসাধারণ।'

এমনকী, সদ্য আমেরিকা থেকে আসা জার্নালিস্ট এবং সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় দত্ত জানান, 'সিনেমাটি দেখে আমি আপ্লুত। যে শিল্পটা হারিয়ে যেতে বসেছে, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ সেই শিল্পকে তিনি সিনেমায় এত সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন যে আমি স্পিচলেস।'

# সৌমিত্রর বিশেষ স্বীকৃতি

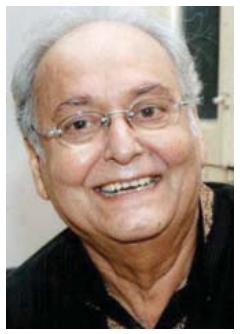

অবিস্মরণীয় কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 'লেজিয়ঁ দ নর' সম্মান পাচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এটা ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান। ১৯৮৭ সালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ কলকাতায় এসে সত্যজিৎ রায়কে এই সম্মান প্রদান করেছিলেন। আর এবার এই সম্মান অপুর ঝুলিতে। প্রসঙ্গত, এর আগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং শর্মিলা ঠাকুর ফ্রান্সের বিশেষ সম্মান 'অফিসিয়ে দেজার এ মেতিয়ে' পেয়েছিলেন। 'লেজিয়ঁ দ নর' সম্মান লাভের পর সৌমিত্র জানান, পরিবারের দুঃসময়ের মধ্যে এরকম একটা খবর পেয়ে বেশ ভালোই লাগছে। তবে তা নিয়ে উচ্ছ্বাস করার পরিস্থিতিতে নেই। একদিন যে সম্মান মানিকদা পেয়েছিলেন আজ তা আমার কাছে আসায় আমি সম্মানিত। এছাড়া শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্রান্স গোটা দুনিয়ার কাছে সমাদৃত। সে দেশ থেকে এই সম্মান আসায় ভালোই লাগছে।'

# 'দেবদাস' এবার থ্রিডি-তে

একবার, দুবার নয়, টেলিভিশনে যখনই সিনেমাটি দেয় তখনই শাহরুখভক্তরা টিভির দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। শাহরুখের রোমান্টিসিজম, মাধুরীর মারডালা এক্সপ্রেশন এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের সৌন্দর্য যা কখনওই কাছ ছাড়া করতে চান না কেউ। এবার পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনসালির সেই ছবি দেবদাসের ভক্তদের জন্য সুখবর। আবারও শাহরুখের 'দেবদাস' আসতে চলেছে। না কোনও রিমেক নয়, আসছে এই ছবির অরিজিনাল ভার্সন। ২০০২ সালের ১২ জুলাই মুক্তি পায় দেবদাস। দেখতে দেখতে ১৫টা বছর পার করে দিল শাহরুখ-ঐশ্বর্য অভিনীত এই ছবিটি। তাঁদের অভিনয় দর্শকের চোখে জল এনে দিয়েছিল। ঝলমলে সেট, ইসমাইল দরবার আর সেমি ক্লাসিক্যাল মিউজিকের তাল সকলের মনে এক অন্য অনুভূতি জাগিয়েছিল। ১৫ বছর আগে যা রীতিমতো ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। আর এবার সেই ছবি ফের মুক্তি পাচ্ছে

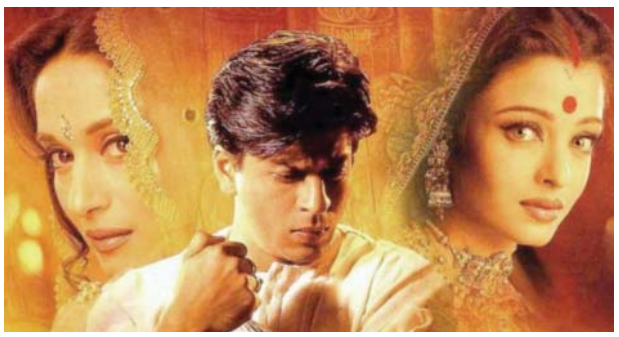

১২ জুলাই। তা-ও আবার থ্রিডিতে। এই ছবিটি এক সময় বিশাল সাফল্য পেয়েছিল। ১৫ বছর পূর্তিতে এই অভিনব পন্থা নিতে চলেছে টিম দেবদাস। এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনসালি জানান, থ্রিডিতে মুক্তির জন্য দেবদাস একেবারে ঠিক বাছাই। যখন দেবদাসের থ্রিডি ভার্সন মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তখনই ঠিক করা হয়েছিল ছবির প্রতিটি ফ্রেম থ্রিডি হবে। কারণ যখন ছবিটি তৈরি হয়েছিল তখন তার প্রতিটি ফ্রেম নিখুঁতভাবেই করার চেষ্টা করা হয়েছে।' দেবদাস থ্রিডি মুক্তি পাবে গোটা বিশ্বেই। ছবিটির মার্কেটিংয়ে থাকা কর্তাদের দাবি পুরো দুনিয়ায় থ্রিডি ছবির বাজারে দেবদাসের সাফল্য নিশ্চিত।

## CINEক্যুইজ

'যুগশঙ্খ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চলছে এই জমজমাট সিনে-ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন ই-মেইলেও। ই-মেইল ঠিকানা: jugasankha.supplement@gmail.com

পাশের ছবিটি এমন একজন অভিনেত্রীর, যিনি শিশুশিল্পী হিসাবে বলিউডে পা রেখেছিলেন। তারপর ঋষি কাপুর ও অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে একাধিক হিট ছবিতে কাজ করেছেন। যার মধ্যে আছে 'কভি কভি', 'দিওয়ার', 'ইয়ারানা', 'রফু চক্কর', 'লভ আজকাল', 'খেল খেল মে'। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি রণবীর কাপুরের মা। **কে এই অভিনেত্রী জবাব দিন আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে।**

**সিনে ক্যুইজ, জাস্ট বিনোদন**
**যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা ৭০০১০৭**

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৩০ জুন ২০১৭

# বিস্ফোরক ঋতাভরী

‘ময়নাতদন্ত’, ‘চোখ’, ‘দেবশিশু’-র পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীকে মনে আছে? মনে হয়তো নেই। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত এই পরিচালককে মানুষ হয়তো ভুলেই গেছেন। সিনেমাও সম্ভবত ভুলে গেছে। একটি ছোট্ট ভাড়ার ঘরে থাকেন তিনি। চরম দারিদ্র্য ও অসুস্থতার চাপে একরকম ভেঙে পড়েছেন তিনি। সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রাক্তন স্ত্রী শতরূপা সান্যাল আর দুই অভিনেত্রী মেয়ে চিত্রাঙ্গদা ও ঋতাভরী কেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না, তা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন উৎপলেন্দুবাবু। খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ব্যাপক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল ও তাঁর দুই মেয়েকে। আর তার পরেই নিজেদের ও উৎপলেন্দুবাবুর জীবনের অন্ধকার দিকটি সকলের সামনে তুলে ধরলেন মা ও মেয়ে। মেয়ে ঋতাভরী তো এ-ও জানালেন যে তাঁর বায়োলজিক্যাল বাবা, মদ খেয়ে বাড়ি এসে তাঁর ৬ বছরের দিদির অন্তর্বাস নিয়েও টানাটানি করতেন। ভরা আদালতে তাঁকে নিজের মেয়ে নয় বলে সন্দেহ প্রকাশও করেছিলেন। এখনও শৈশবের অন্ধকার যেন তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়।

শতরূপা সান্যাল জানান, খবরটি প্রকাশের পর থেকেই তাঁর মোবাইলে, হোয়াটসঅ্যাপে অসংখ্য মেসেজ আসছে। আর সেখানে তাঁকেই পরিচালকের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। ডাক্তারিতে প্রথম হয়েছিলেন শতরূপা। উৎপলেন্দুর সঙ্গে তাঁর ১৭ বছরের তফাত। ভালোবেসে, উৎপলেন্দুর ট্যালেন্টের কাছে মাথা নত করেছিলেন। দুই কন্যাসন্তানের জন্মও দিয়েছেন। কিন্তু আজ তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শতরূপা বিরক্তি প্রকাশ করে জানালেন, রোজ রাতে মদ খেয়ে এসে তাঁকে মারতেন উৎপলেন্দু। চিৎকার করতেন, অমুকে অ্যাওয়ার্ড পেল ‘আমি’ পেলাম না। সেই মার খাওয়ার পরেও অনেক সময় রাত বারোটায় দোকান খুঁজে তাঁর জন্য সিগারেট নিয়ে আসতেন।

শুধু তাই নয়, এভাবে আস্তে আস্তে তাঁর দুই মেয়ের প্যানিক অ্যাটাক হতে শুরু করেছিল বলেও জানান শতরূপা। তিনি বলেন, ‘কেউ চিৎকার করে কথা বললেই তাঁর বড় মেয়ে ভয়ে টয়লেট করে দিত। ছোট মেয়ে কুঁকড়ে যেত। বেশিদিন থাকলে আমার সঙ্গে আমার মেয়েদেরও উনি মেরেই ফেলতেন। বেরিয়ে এলাম। সেই বাবাকে আমার মেয়েরা কেন দেখবে?’ গলাটা বেশ ঝাঁঝালোই শোনাচ্ছিল। ১৯৯৭ সালে শতরূপা তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। ২০০০ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। শতরূপা আরও জানান, বাবা-মা আশ্রয় না দিলে সেদিন তিনজনই হয়তো শেষ হয়ে যেতেন। স্বামীর অকথ্য অত্যাচার নিয়ে কখনও কোথাও মুখ খোলেননি। আজ খুললেন!

মায়ের মতোই সোজাসাপটা কথা বলতে ভালোবাসেন অভিনেত্রী ঋতাভরীও। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হতেই তা বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন তিনি। ফেসবুকে নিজেরও মতটাও স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন। ঋতাভরী ফেসবুক পোস্টে সাফ জানালেন, ‘উৎপলেন্দু চক্রবর্তী আমার বায়োলজিক্যাল বাবা। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমার মাকে দিনের পর দিন মদ খেয়ে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করতেন তিনি, যে কারণে সংসার ভাঙে। আমার তখন ৪ বছর বয়স ছিল। এতগুলো বছর তিনি আমাদের কোনওভাবে সাপোর্ট করেননি। মা নিজে একা হাতে আমাদের দু’বোনকে মানুষ করেছেন। তবে হ্যাঁ, যখন ডিভোর্সের জন্য কোর্টে কেস চলছিল তখন নিজের মান বাঁচাতে তিনি এটা বলতেও বাকি রাখেননি যে, ছোট মেয়ে ওঁর নিজের মেয়ে নয়! আজকে হঠাৎ আমি ওঁর মেয়ে! (যেটা উনি নিউজপেপারে বলেছেন- আমাকে কোনওদিন বলেননি।) তিনি সত্যিই খারাপ আছেন, খবরটা দেখে খারাপ লাগল। কিন্তু আরও খারাপ লাগল যে, তিনি নিজের আর এক স্ত্রী, ছেলে বা তাঁর ১২ জন ভাই-বোনেদের কথা বলেননি। সব দায়িত্ব যেন আমাদের তিনজনের। যাদের সিকি পয়সা দেওয়া তো দূরের কথা ফোন করে কেমন আছিস পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেননি। আমার মা’র দুঃখ কষ্ট, ২২ বছরের লড়াই— আমি ওই প্রতিবেদনের জন্য নষ্ট হতে দিতে পারি না। তিনি গুণী মানুষ। জাতীয় পুরস্কার পাওয়া চিত্র পরিচালক। আমার মাকে মদ্যপ অবস্থায় মারতে মারতে বহু বার বলেছেন, মা তাঁর যোগ্য না। আমরা সেই দিনগুলো ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। ভুলে যেতেই চাই। তাই দয়া করে ওঁকে আমার বাবা বলবেন না। বাবা হিসাবে উনি একটি ভ্রূণে বীর্য দানকারী ছাড়া বেশি কিছু নন। ক’জন অসহায়, অসুস্থ মানুষের পাশে আমি দাঁড়াব। কিন্তু আমার ‘বাবা’, ‘দায়িত্ব’— এই শব্দগুলো শ্যুটিংয়ে পাবলিকলি ওঁর হাতে মায়ের চড় বা গালাগালি খাওয়ার থেকেও বেশি অপমানজনক! আজ আপনারা আমাদের সাফল্যটাই দেখতে পান। আমার মায়ের সারা গায়ের দাগ বা আমার ৬ বছরের দিদির আতঙ্ক, বাবার মদ খেয়ে মাঝরাতে তার প্যান্টি ধরে টানাটানি করার কারণে আতঙ্ক— এগুলো দেখতে পাবেন না। সেটা আমি জানি। কিন্তু ‘বাবা’ শব্দটার যে কী অর্থ, তা কোনও দিনই যাঁর জানা ছিল না, তাঁকে বোঝাতে আসবেন না, এটা আমার অনুরোধ।’

## প্রেমে পড়লেন রণবীর

ক্যাটরিনার সঙ্গে রণবীরের ব্রেকআপ অনেকদিন আগেই হয়ে গিয়েছে। তবে ইতিমধ্যে দু’জনেই সিংগল রয়েছেন। ক্যাটরিনা-রণবীর দু’জন একসঙ্গে সিনেমাও করছেন। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। তবে সম্প্রতি একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছে রণবীরকে। আর তারপর থেকে জল্পনার শুরু। কে সেই মেয়ে?

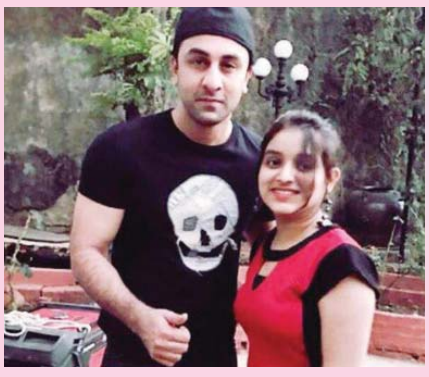

একটা পার্টিতে হঠাৎ দেখা গেল এমন দৃশ্য, যা দেখে সবার তাক লেগে গিয়েছে। সূত্রের খবর, এ রকম একটা ঘটনার জন্য নাকি কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। রণবীরের প্রতি যে এই সদ্যযৌবনার চোরা টানটা মারাত্মক, সেটা বন্ধুমহলে অনেকেই জানেন। কিন্তু ব্যাপারটা এতদিন দুধেভাতে ‘ক্রাশ’ বলে কেউ পাত্তা দেয়নি। কিন্তু সেই ভালোলাগার ভেতরেই কি ফুটছে প্রেমের মুকুল? এই কিশোরীর মায়ের নাম শ্রীদেবী। বাবার নাম বনি কাপুর। বুঝতেই পারছেন কার কথা বলা হচ্ছে।

সদ্য এক পার্টিতে রণবীর নেমন্তন্ন করেছেন জাহ্নবীকে। আর তাতেই বিপত্তি। দারুণ সেজেগুজে জাহ্নবী এলেন পার্টিতে। অনবরত রণবীরের আশেপাশে সেঁটে রইলেন যেন। বারবার কোনও না কোনও কথা বলার চেষ্টা করেই গেলেন, যাতে রণবীরও তাঁর থেকে চোখ সরাতে না পারেন। জাহ্নবী আরও এক ধাপ এগিয়ে যা করে বসলেন, তার কোনও তুলনাই হয় না। কথা বলার ছুতোয় সোজা রণবীরের রুমে চলে গেলেন। বেশ কিছুটা সময় রুমের ভেতর কী যেন গুজগুজ করলেন। আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সন্দেহটাও আরও জোরালো হল। তবে কি রণবীরও তাঁর মনে একটু জায়গা রেখেছেন কিশোরী জাহ্নবীর জন্যে? এর উত্তর সময় দেবে।

## পোশাক বিতর্কে দীপিকা

কী ধরনের পোশাক পরা উচিত আর কী ধরনের নয়— এই নিয়েই বরাবরই আলোচনা হয়ে থাকে। হাইপ্রোফাইল সমাজে কারওর ব্যক্তিগত পরিসরে নাক গলানোটা যেন একটা অভ্যেসে পরিণত হয়ে উঠেছে। শুধু আম আদমি নয় এই জিনিসগুলোর থেকে মুক্তি নেই সেলেবদেরও। সকলের সন্দেহজনক নজর তাঁদের ওপরেই। একটু এদিক থেকে ওদিক হয়েছে কী, ব্যস! শুরু সমালোচনার ঝড়। একেবারে আতস কাচ ফেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয় তারকাদের প্রতিটি পদক্ষেপ। প্রিয়াংকা, ফতেমা শেখের পর এবার এই আতস কাচের তলায় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। ফ্যাশন পুলিশরা ক্রমাগত নাকাতল্লাশি চালিয়ে বেড়াচ্ছেন সোশ্যাল সাইটগুলোতে। যেই দেখবেন কিছু উলটো-পালটা পোশাক পরিহিত তারকাদের অমনি শুরু তাঁদের পুলিশগিরি। এবার তাদের এই র‍্যাডোরের মধ্যে চলে এলেন দীপিকা।

সম্প্রতি একটি ম্যাগাজিনে ফোটোশুট করেন তিনি। সেই শুটের কিছু ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন অভিনেত্রী। আর তাতেই বাধে গোলোযোগ। সাদা শর্ট ও টপে লুকিং স্টানিং ৩১ বছর বয়সি এই অভিনেত্রী। কিন্তু সেই ছবি পোস্ট হতেই অভিনেত্রীকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কমেন্ট বক্সে লেখা হয় শেমলেস আর ভালগারের মতো কিছু শব্দ। পোশাকের কথা তো ছেড়েই দিন। তাঁর চরিত্র নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পালটা জবাব দিতে ছাড়েননি দীপিকা। পরেরদিন একই পোশাকে আরেকটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করার প্রয়োজন মনে করেন না দীপিকা। তবে ছবিতে দীপিকার পোজ বলে দিচ্ছে এই ধরনের মন্তব্যকে ঘিরে তিনি কতটা হতাশ।

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ৩০ জুন ২০১৭

# অভিনয়ে আসার আগে কী করতেন টলি-সেলেবরা?

সিনেমা জগতে এঁরা প্রত্যেকেই পরিচিত মুখ। লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন-গ্ল্যামারে ভরা এই দুনিয়ায় চোখে ধাঁধা লাগে মানুষজনের। কিন্তু সারাক্ষণ এরই মধ্যে থাকতে হয় তারকাদের। এসব ছাড়া তাঁদের বোধহয় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কিন্তু এমনটা তো আগে ছিল না। অনেক তারকা আছেন যাঁরা অভিনয়ের নেশায় অন্য ভালো প্রোফেশন ছেড়ে অভিনয়ে জগতে এসেছেন। সিনেমায় না এলেও তাঁরা হয়তো অন্য ক্ষেত্রে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে পারতেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাঁদেরকে পর্দায় দেখা হতো না। এরকমই কয়েকজনের কথা আজ জানব, যাঁরা অভিনয়ের আগে অন্য পেশায় ছিলেন।

**জিৎ:** জনপ্রিয় অভিনেতা জিৎ কিন্তু প্রথমে পারিবারিক ব্যবসাতেই নাম লিখিয়েছিলেন।

কিন্তু পাশাপাশি টুকটাক মডেলিংও করতেন। সৃষ্টিশীল কাজের প্রতিও আগ্রহ ছিল তাঁর। মডেলিং থেকেই আসে অভিনয়ের সুযোগ। আর তার পরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। তবে হ্যাঁ, দীর্ঘ একটা সময় মুম্বই এবং কলকাতায় স্ট্রাগলও করেছেন তিনি।

**শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়:** এটা অনেকেই জানেন না যে শুভশ্রী একজন মেধাবী ছাত্রী।

রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে ব্রেকআপের খবর তাঁকে আবারও শিরোনামে এনে দিয়েছে। তিনি অভিনয়ে বেশ পারদর্শী তা সবারই জানা, শিক্ষার দিক দিয়েও তিনি বেশ এগিয়ে। লক্ষ্ণৌতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে মাস্টার্স করার পরে ইনফরমেশন টেকনোলজির উপর আরও একটি মাস্টার্স করে কর্পোরেট হাউসে উচ্চপদে কাজ করতেন শুভশ্রী। প্রথমে তিনি টাটা কোম্পানিতে অ্যাডমিনিসট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। পরে অ্যাভেন্ডাস গ্রুপ অব কোম্পানিতে অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সিনেমা জগতে পা রাখার অফার আসে তার কাছে। অভিনয়ের প্রতি টান ছিল তার বরাবরই। ফেরাতে পারেননি সেই অফার। তারপর তো আমরা বাকিটা জানিই।

**আবির চট্টোপাধ্যায়:** পড়াশোনায় বরাবরই ভালো ছিলেন আবির। গোয়েঙ্কা কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে আইসিএফএআই বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ করেন তিনি। অভিনয়ে আসার আগে শেয়ার ট্রেডিং ফার্ম ইন্ডিয়াবুলস-এ সাত বছর চাকরি করেছেন আবির। কিন্তু বাবা-মা দু'জনেই নাটকের জগতের লোক ছিলেন। ছোট থেকেই অভিনয়ের মধ্যেই বড় হয়েছেন আবির। অভিনয়ের প্রতি একটা ভালোবাসা ছিলই, আর তার ফলেই আগের চাকরি ছেড়ে অভিনয়ে এসেছেন তিনি।

**হিরণ চট্টোপাধ্যায়:** অভিনয়ে অতটা জনপ্রিয় না হতে পারলেও তিনি অভিনয় আসার আগে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন একটি শিপিং কোম্পানিতে। মুম্বইতে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করতেও গিয়েছিলেন তিনি। লজিস্টিক্স, সাপ্লাই চেন এবং কাস্টমস ল' নিয়ে ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিও রয়েছে তাঁর। অভিনয় করার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল মনের মধ্যে। আর তার ফলেই অভিনয়ে আসা। তবে অভিনয়ে অতটা জমাতে না পারলেও বেশ কিছু ভালো ভালো ছবি উপহার দিয়েছেন হিরণ।

**মুনমুন সেন:** নামটা ভীষণই জনপ্রিয়। অভিনয়ের আগে তিনি করতেন শিক্ষকতা। তবে সেই সব ছেড়ে ফিরে আসেন অভিনয়ে।

কারণ বাড়ির পরিবেশ পুরোটাই অভিনয়ের সাথে জড়ানো। আর তাঁর মা, স্বয়ং সুচিত্রা সেন। এরকম একজন অভিনেত্রীর মেয়ে হয়ে কী সিনেমা জগ? থেকে সরে থাকতে পারেন?

# রোজগেরে সেলেবদের তালিকা প্রকাশ ফোর্বসের

রোজগেরে সেলেবদের তালিকা প্রকাশ করল ফোর্বস। আর সেই তালিকায় রয়েছেন বি-টাউনের দুই খান শাহরুখ ও সলমন এবং অক্ষয়কুমার। তবে সবচেয়ে ওপরে রয়েছেন সিন কন্বস। ৬৫ স্থানে রয়েছেন শাহরুখ খান। আগের বছর তিনি রোজগার করেছেন ৩৮ মিলিয়ন ডলার। ভাইজান রয়েছেন ৭১তম স্থানে। গত বছর তাঁর আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৭ মিলিয়ন ডলার। ৮০তম স্থান দখল করেছেন অক্ষয়কুমার। সেক্ষেত্রে তাঁর আয়ের পরিমাণ সাড়ে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলার।

৬৫ স্থানে রয়েছেন শাহরুখ খান। ভাইজান রয়েছেন ৭১তম স্থানে। ৮০তম স্থান দখল করেছেন অক্ষয়কুমার।

আগের বছর এই তালিকায় ছিলেন বিগ বি। এবার তিনি তাঁর এই আসন ধরে রাখতে পারেননি। তবে দুই খান এবং অক্ষয়কুমার যে ফোর্বসের তালিকায় রয়েছেন সে বিষয়ে কেউ অবাক হননি। কারণ ২৬ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়া 'রইস'-এর ব্যবসা ছিল বেশ ভালোই। এই সিনেমাটি দেড়শো কোটি টাকা আয় করেছিল। সেই একই সময় মুক্তি পায় ঋত্বিকের কাবিল। আর এদিকে গতবছর অক্ষয় কুমারের ঝুলিতে ছিল তিনটে হিট ছবি। 'জলি: এলএলবি' তুলেছিল ১১৭ কোটি টাকা। লাভের মুখ দেখেছে 'নাম শাবানা'ও। ফোর্বস এ-বছর জানিয়েছেন, কিং খান বি-টাউনের সেলেবদের মধ্যে প্রথম স্থানে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। মূলত 'রইস' ছবির জন্য তাঁর বাজার এতটা ভালো। এ-বছর 'রইস' খুবই ভালো ব্যবসা করেছে। শুধু কি তাই? আমেরিকান ব্র্যান্ড সহ বেশকিছু পেশাদার ব্র্যান্ডের সঙ্গে কিং খান যুক্ত রয়েছেন। তাতে তাঁর ঝুলিতে ভালোই টাকা এসেছে। ২০১৬ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত তাঁর মোট আয়ের অঙ্ক ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মার্কিন ডলার। টাকার অঙ্কের বিচারে তিনি পিছনে ফেলে দিয়েছেন টেনিস তারকা জোকোভিচ, ফুটবল তারকা নেইমার ও সংগীতশিল্পী রিহানা প্রমুখকে।

# রাগিণীকে আবার দেখা যাবে, দেখা যাবে না সানি লিওনকে

আবারও দেখা যাবে রাগিণীকে। রাগিণী এমএমএস নিয়ে আসছেন একতা কাপুর। তবে এবার সিনেমা নয়। ওয়েব সিরিজ। নাম রাগিণী এমএমএস ২.২। রাগিণীর নাম শুনলেই সকলের মুখ থেকে একটাই নাম বেরোয়। সানি লিওন। নাহ্! এবার সানির ভক্তবৃন্দের জন্য একটা নিরাশার খবর। 'রাগিণী এমএমএস ২.২'-তে নেই সানি। তাঁর পরিবর্তে ওই চরিত্রের জন্য বাছাই করা হয়েছে অভিনেত্রী রিয়া সেনকে। আর এই ওয়েব সিরিজের মধ্য দিয়েই মুম্বইয়ের বি-টাউনে কামব্যাক করছেন সুচিত্রার নাতনি মুনমুন তনয়া রিয়া। রিয়া ছাড়াও এই ওয়েব সিরিজে রয়েছেন অভিনেত্রী করিশমা শর্মা। যার সাম্প্রতিক বিকিনি পরিহিত ছবি নেট জগতে ঝড় তুলেছে। এই সিরিজের শ্যুটিং ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় চলছে শ্যুটিং। সিনেমার মতোই এই সিরিজেও রয়েছে যথেষ্ট সাহসী এবং বোল্ড দৃশ্য। এই শো পুরোপুরি সিমরনকে ঘিরে। পুরনো এক কলেজের কিছু ঘটনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ওয়েব সিরিজ। এমএমএস সিডির পিছনেই যত স্ক্যান্ডাল। চোখ জুড়ানো এই হরিফাইড এবং তার সঙ্গে রোমহর্ষক ওয়েব সিরিজ নিয়ে আসতে চলেছেন একতা কাপুর। এখানে সিমরনের চরিত্রে দেখা যাবে রিয়া সেনকে আর করিশমা শর্মা থাকবেন রাগিণী হিসাবে। পরিচালনায় সুহাস ভাদভাকর। এই সিরিজটি পুরো সিনেমা অনুযায়ী তৈরি করা হবে। রোমান্স এবং রোমহর্ষকে ভরপুর। প্রসঙ্গত, এক বছর আগে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন রিয়া সেন। অস্মিত পটেল তাঁর তখনকার বয়ফ্রেন্ড একটি এমএমএস লিক করে দেন সোশ্যাল সাইটে। যদিও রিয়া সেই সব বিষয়কে অস্বীকার করেছিলেন।

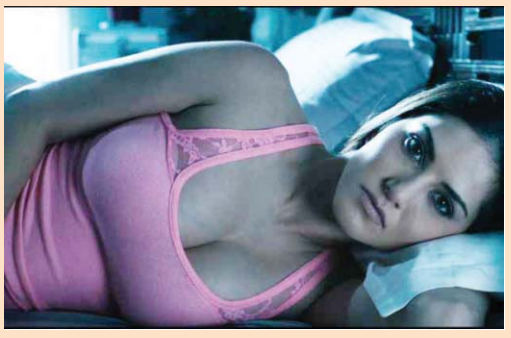

# ডিমান্ড উর্ধ্বমুখী, তাই হিন্দি শেখা জরুরি মনে করছেন প্রভাস

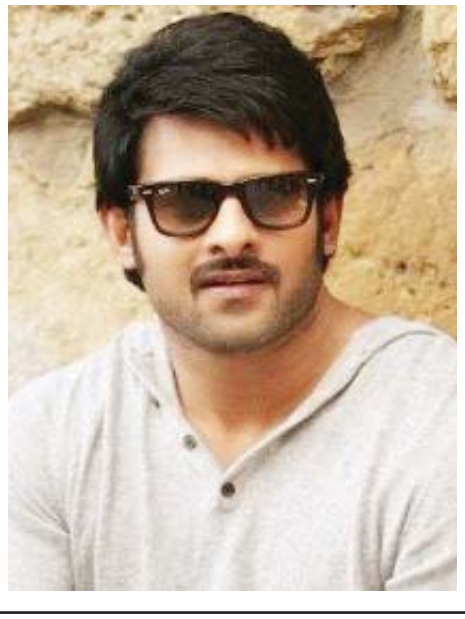

কথায় আছে 'যা রটে, তার কিছু তো ঘটে'। এমনই এক খুশির খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা মহেন্দ্র বাহুবলীর ভক্তরা। আর অন্যদিকে, রাতের ঘুম উবে যাওয়ার জোগাড় বলিউডের অভিনেতাদের। কিন্তু প্রশ্ন হল, কী সেই খবর যাতে টিনসেল টাউনের হিরোদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে? আরে বাহুবলী নাকি এবার হিন্দিচর্চায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছেন। একেবারে শিক্ষকের তদারকিতে চলছে তাঁর হিন্দির তালিম। প্রভাস ওরফে বাহুবলীর মতে, ঠিকঠাক উচ্চারণে হিন্দি বলতে পারাটা খুবই জরুরি। কিন্তু হঠাৎ কী হল যাতে তিনি এবার হিন্দি ভাষায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। আসলে 'বাহুবলী টু'-এর পর তাঁর ডিমান্ড রাতারাতি উর্ধ্বমুখী। আঞ্চলিক একটি ছবিতে কাজ করে এত তাড়াতাড়ি জাতীয় স্তরের অভিনেতা হয়ে ওঠাটা সহজ নয়। কিন্তু তাঁর অভিনীত ছবি আজ তাঁকে সেই জায়গায় নিয়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। ছবির ব্যবসা এখন দু'হাজার কোটি টাকা। গোটা দেশে প্রভাসের রমরমা বাজার। মুখে মুখে তাঁরই নাম ঘোরাফেরা করছে। আর তাঁর এই সাফল্যে নড়েচড়ে বসেছেন মুম্বইয়ের নির্মাতারা। অনেকের মতে, ব্যবসার অঙ্কটা ভালো তার পিছনে আছে চারটে ভাষায় ছবি মুক্তি। এই মুহূর্তে তিন খানকেই টেক্কা দিয়েছেন প্রভাস। হিন্দি ডাব করায় তাঁর এই ছবি পাঁচশো কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। হিন্দিতে মুক্তির পর প্রভাস যে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছেন সে বিষয়ে তর্ক না করলেও চলে। আর তাই প্রভাসের ইচ্ছা মুম্বইয়ে কাজ করার। তাই নিজেকে প্রস্তুত করতে এই পন্থা নিয়েছেন তিনি। তাঁর ফ্যানবেস ইতিমধ্যেই গোটা দেশ ছড়িয়ে পড়েছে। ২০১৮তে মুক্তি পাবে 'সাহু'। মানুষ রীতিমতো সেই ছবির মুক্তির অপেক্ষায়। ছবিটি হবে তেলুগু ভাষায়। কিন্তু ছবি যাঁরা করবেন তাঁরা হিন্দিতেও ডাব করবেন। আর তার জন্যই এই ভাষার ওপর দখল আনতে চলেছেন অভিনেতা।

# অভিষেকের কেরিয়ারে ক্ষতির কারণ প্রসেনজিৎ

টলিউডে একটা সময় চুটিয়ে অভিনয় করতে দেখে যেত অভিষেক চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর অভিনয় আসার আগে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অভিষেককে এখন সেইভাবে দেখা না গেলেও ইন্ডাস্ট্রিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রসেনজিৎ। বাংলা সিনেমায় তাঁকে আর দেখা যায় না। অথচ প্রসেনজিৎ এখনও পর্যন্ত নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন। একটা সময় যিনি তরুণ মজুমদার, স্বপন সাহা, অঞ্জন চৌধুরীর মতো তাবড় তাবড় পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছিলেন আজ তিনি হঠাৎ হারিয়ে গেলেন কেন? কী এমন ঘটল যার কারণে টলিউডে তাঁকে আর সেইভাবে পাওয়া যায় না। বাংলা সিনেমা থেকে একটু একটু করে অভিষেকের হারিয়ে যাওয়ার পিছনে প্রসেনজিতের নাকি অনেকটাই হাত রয়েছে।

অভিষেকের কেরিয়ারের যখন পিক টাইম, ঠিক সেই সময় টলিউডের এক নম্বর হিরো আর হিরোইন-এর তকমা পেয়ে গিয়েছেন প্রজেনজিৎ এবং ঋতুপর্ণা। সেই সময় বেশ কিছু ছবিতে অভিষেক চট্টোপাধ্যায়কে কাস্ট করে সাইন করা পরও প্রসেনজিৎ এবং ঋতুপর্ণার আপত্তির কারণে পরিচালক তাঁকে বাদ দিয়েছেন। এমনটাই জানিয়েছেন একটি ওয়েব মিডিয়ার সাক্ষাৎকারে। যেখানে তিনজনের রোল থাকত সেই রকম প্রায় ২২টার মতো ছবিতে এই রকম ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন অভিষেক। 'এটা আমার কেরিয়ারের অনেকটাই ক্ষতি করেছে।'

নন্দন দাশগুপ্তর 'অপরাধী' ছবি দিয়ে বড় পর্দায় কাজ শুরু অভিষেকের। তারপর তরুণ মজুমদারের 'পথভোলা' ছবিতে কাজ করা। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু হঠাৎ বলতে গেলে তাঁরই সমসাময়িক অভিনেতা এক নম্বরে জায়গা করে নেওয়ার পর তার সঙ্গে রাজনীতি শুরু করেন। ফলে নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন অভিষেক। তাঁর কথায়, পরিচালক প্রথমে তাঁকে দিয়ে ছবিতে সাইন করালেও হিরো, হিরোইন আপত্তি তোলার পরই তাঁকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি একদিকে একা, আর ওদিকে দু'জন। পাল্লা ওইদিকেই ভারী। কিন্তু কেন বাদ দেওয়া হল তার কোনও যৌক্তিকতা পরিচালক দেখাতে পারতেন না।

স্ট্রাগল করে থিয়েটার দিয়ে কেরিয়ার শুরু। তারপর সিনেমা। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'দহন' ছবিতে তাঁকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গেছে, অথচ তাঁরই সমসাময়িকের রাজনীতির কারণে টলিউড আজ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়েছে। এই বিষয়ে প্রসেনজিতের দিকে আঙুল উঠলেও তিনি সরাসরি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অভিষেক এবং তাঁর মধ্যে কোনও দিন কোনও রকম ঝামেলা ছিল না বলেই জানিয়েছেন। এবং অভিষেককে কোনও দিন তিনি কোনও সিনেমা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য পরিচালকের কাছে প্রস্তাব রাখেননি বলেও জানিয়েছেন। সঙ্গে জানান, কোনও সিনেমা থেকে যদি অভিষেককে বাদ হয়ে থাকত, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ পরিচালকের সিদ্ধান্ত, তাঁর নয়।

5
Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৩০ জুন ২০১৭

CINEMA স্টার টক

# একটু লিখুন না, যাতে রেডিও-চ্যানেলে প্রাইভেট অ্যালবাম প্রাইম আওয়ারে বাজে

রূপঙ্কর। একটা সময় হারিয়ে যেতে যেতেও ফিরে এসেছেন। আর মাতিয়ে দিয়েছেন বাংলা গানকে। গত এক বছরে রূপঙ্করের কেরিয়ারগ্রাফ তুঙ্গে। অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি নিজের গান গাওয়ার অনুরোধ পান। সদ্যই 'বীরপুরুষ' আর 'মাইকেল' ছবির জন্য গান রেকর্ড করেছেন। কিন্তু তারপরেও একটা হতাশা বয়ে নিয়ে বেড়ান তিনি। এক সময়ে 'ভোঁ কাট্টা', 'বউদিমনি কাগজওয়ালা', 'আজ শ্রাবণের বাতাস বুকে' অ্যালবাম বেরোনোর পর লোকের মুখে তাঁর গান ফিরত। আজ নতুন গান ফেরে না। অনেক শিল্পী নিজে গানের লেবেল খুলেছেন। কেউ নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন গান ছড়াচ্ছেন। তবুও তা যেন হিট হচ্ছে না। এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন তাঁর। তিনি আর ইমন চক্রবর্তী ইউটিউবে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন। ভিডিও মন্দ নয়। কিন্তু কোনও অনুষ্ঠানেই এই গানের অনুরোধ আসেনি। তা হলে লাভ কী হল? সাংবাদিকদের কাছে তাঁর অনুরোধ, 'প্লিজ লিখুন না একটু, যাতে রেডিও-চ্যানেলে প্রাইভেট অ্যালবাম প্রাইম আওয়ারে বাজে। কাঁহাতক ফিল্ম মিউজিক, হিন্দি মিউজিকের সঙ্গে লড়াই করা যায়?' খানিকটা যেন আফসোসের সুর শোনা গেল তাঁর গলায়। রেডিয়োর অনুরোধের আসরের কথা যদি ছেড়েও দিই, রূপঙ্কর-রাঘব-লোপামুদ্রাদের কিন্তু জনপ্রিয় করেছিল এই রেডিওই।

কিন্তু তিনি তো একের পর এক অনুষ্ঠানও করছেন। এর রহস্য কী? প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, 'আমার গানে রক আছে, রবীন্দ্রসংগীত আছে, প্রচণ্ড ফান লাভিং এলিমেন্টও আছে। আমি এ প্রজন্মের নই, আবার আগের প্রজন্মেরও নই। সব মিলিয়ে কেমন একটা জগাখিচুড়ি হয়ে আছি। সেই কারণেই বোধহয় লোকে চাইছে আমায়।' তবে নিজের এই ইমেজ নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নন তিনি। সাফ জানালেন, 'রূপঙ্কর মানেই প্রেমিক। তার বাবা চলে যাক, মা চলে যাক। দাঙ্গা হোক। ভূমিকম্প হোক। সারা জীবন সে প্রেমের গান গেয়ে যাবে। আমি ফেসবুকে কোনও রাজনৈতিক মত প্রকাশ করলে, কোনও কড়া রক গান গাইলে লোকে রেগে গিয়ে লিখবে, তুমি আবার এ সবে কেন?' এ থেকেই স্পষ্ট যে শিল্পীদের একটি নির্দিষ্ট ইমেজে বেঁধে রাখায় তাঁর প্রবল আপত্তি রয়েছে। উত্তেজিত হয়ে তো বলেই বসলেন, 'ফেসবুকে কবীর সুমন প্রতিবাদ জানান, তার মানে তিনি কোনও দিন যদি লেখেন, আমি ঘুগনি খাব— সেটা কি ভুল?'

রূপঙ্করই জানালেন, 'সম্প্রতি ওড়িশায় আন্দোলন হয়েছে, রেডিও স্টেশনে ৭০ শতাংশ ওড়িয়া গান না চালালে রেডিও স্টেশনে ভাঙচুর করা হবে। মুম্বইতে রেডিওয় যাতে সবচেয়ে বেশি মরাঠি গান বাজে, তার জন্য লতা মঙ্গেশকর নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন।' কিন্তু কলকাতায় শিল্পীরা নিজের নিজের ইগো নিয়ে বসে আছেন বলে অভিযোগ তাঁর। রূপঙ্করের মনে হয়, তাঁর সমসাময়িক শিল্পীরা প্রত্যেকে অনিশ্চয়তায় ভোগেন। কিন্তু কেউ মুখে স্বীকার করেন না।

এই হতাশার মধ্যেও রাজ্যে এফএম রেডিওর উত্থানের সময়ের স্মৃতিচারণও করলেন। ফিরে গেলেন আগের সময়ে। বললেন, 'আমি, মনোময়, রাঘব, লোপামুদ্রা, শুভমিতা, ভূমি, চন্দ্রবিন্দু, ক্যাকটাস, ফসিল সকলের গান রেডিওর মাধ্যমেই এত ছড়িয়েছিল। আজ ২২ বছর পরেও রেডিও চ্যানেলে গিয়ে আমায় নতুন গান বাজানোর জন্য বলতে হয়।' এরপরেই রেডিওর অন্ধকার দিকটা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'এরপর উত্তরে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসে, তোমার গান আসল জায়গায় নির্বাচিত হয়নি। কিন্তু এই আসল জায়গায় কে নির্বাচন করছেন সেই উত্তর আসে না।'

সমসাময়িক শিল্পীদের চেয়ে ফিল্মে তাঁর হিট গানের সংখ্যা অনেক বেশি। সেই কারণেই এখন শো-তে নিজের গান গাইতে পারেন। প্রাইভেট অ্যালবামেও বেশ কিছু গান আজও জনপ্রিয়, যা অনুষ্ঠানে শ্রোতারা বারবার শুনতে চান। অনুপম রায় বা রূপম ইসলামদের গান রেডিওয় বাজা নিয়ে নিজের খুশি না চেপে রাখলেও, তাঁদের লাভ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। যদিও রূপম বর্তমানে নিজের লেখা গানগুলি প্রকাশের জন্য ইউটিউবকেই বেছে নিয়েছেন। কিন্তু অনুপমের সংগীত পরিচালনায় ছবিতে গাওয়া, বড় প্রযোজকের ঘর থেকে ছবির গানে ডাক পাওয়ার মতো সুযোগ থাকলে হয়তো রেডিওতে রূপম-অনুপমদের মতো তাঁর গানও বাজত বলে আক্ষেপ করেছেন রূপঙ্কর।

তবে এ জন্য খানিকটা হলেও তিনি নিজেই দায়ী। হ্যাঁ, এই বিষয়টি খানিকটা মানেনও জাতীয় পুরস্কারবিজয়ী এই গায়ক। জানালেন, তাঁর পিআর খুব খারাপ। মুম্বইয়ের মিউজিক ডিরেক্টর মধ্যরাতে মদ খেতে ডাকলে, ওখানে তিনি প্লে-ব্যাকের আবদার নিয়ে যেতে পারবেন না। এখন নতুন গান নিয়েই সম্পূর্ণ বুঁদ রয়েছেন তিনি।

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ৩০ জুন ২০১৭

SPORTS গসিপ

## অনুষ্কার কাছে কেঁদেছিলেন কোহলি, কিন্তু কেন?

খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে সব ক্রীড়াবিদদেরই যেতে হয়। বিরাট কোহলিও বাদ যাননি। তবে সেসময় তাঁর পাশে থেকেছেন প্রেমিকা অনুষ্কা শর্মা। নিজের মুখেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এমনকী তিনি যেদিন অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেলেন সেই কথা নায়িকা অনুষ্কাকে বলার সময় চোখ দিয়ে জল চলে এসেছিল তাঁর। সে কথাও বলেছেন কোহলি। ছিটকে যাওয়া সম্পর্ককে আবার স্বাভাবিক করে তোলা। সব পেরিয়ে বিরাট-অনুষ্কার সম্পর্ক এখন রীতিমতো সুন্দর। কিন্তু, কতটা সুন্দর তার আন্দাজ এবার বিরাট নিজেই দিলেন। একটা সময়ে তাঁর খারাপ ফর্মের জন্য বান্ধবী অনুষ্কা শর্মার দিকে আঙুল তুলতে ছাড়েননি ভক্তরা। তখনও এইসব নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহালি জানিয়ে দিলেন, তাঁর জীবনে কতটা স্পেশাল অনুষ্কা। শুধু স্পেশাল নন, অনুষ্কা তাঁর জীবনে কতটা 'লাকি' সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন বিরাট।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, কঠিন সময়ে কীভাবে পাশে থেকেছেন প্রিয় বান্ধবী। ভালো সময়েও কীভাবে সঙ্গ দিয়েছেন। যে-দিন অধিনায়ক হওয়ার খবর পেয়েছিলেন, পাশে সে দিনও অনুষ্কা ছিলেন। ওই সাক্ষাৎকারে কোহলি বলেন, 'আমি তখন মোহালিতে। টেস্ট সিরিজ চলছিল। তখন অনুষ্কা আমার সঙ্গে ছিল। আসলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ফোনটা তখনই আসে। ফোন ছেড়েই আমি ওকে খবরটা জানাই।' বিরাটের কথায়, '২০১৪-র ডিসেম্বরে মেলবোর্নে যখন আমি টেস্ট অধিনায়ক হলাম, তখনও ও আমার সঙ্গে ছিল। জীবনের বিশেষ মুহূর্ত আমরা একসঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম। অনুষ্কাকে খবরটা যখন দিয়েছিলাম, আমার চোখে জল চলে এসেছিল। কারণ, আমি কখনও ভাবিনি এমন দিন আসতে পারে।'



## কোহলিকে ভালোবাসার জন্য ২৪ কোটি খরচ করলেন ব্রিটিশ মহিলা

আইপিএল-এ নয় নয় করে ১০টা বছর কাটিয়ে ফেলেছেন বিরাট কোহলি। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সময়টা অনেকটাই লম্বা। কিন্তু এতটা লম্বা নয় যে তাকে ক্যানভাসে বেঁধে ফেলা যায় না। বিরাট এখন ভারতীয় ক্রিকেট দল এমনকী আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিরও অধিনায়ক। ২০০৮ থেকেই তিনি বেঙ্গালুরুর সদস্য। এবার তাঁর সেই জীবনই সাড়া ফেলে দিল ক্যানভাসে। টানা কয়েক বছর রয়েছেন সাফল্যের তুঙ্গে। আইপিএল-এ এই মরসুমটা ভালো যায়নি। মাঝে একটু অফ ফর্ম, তারপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আবার ঘুরে দাঁড়ানো। এরই নাম বিরাট কোহলি। তাই তাঁকে না ভালোবেসে পারা যায় না। সেই বিরাট কোহলির ১০ বছরের আইপিএল ক্রিকেট জীবন নিয়ে ছবি এঁকে ফেলেছেন সাশা জাফরি। যে-ছবি বিক্রি হয়েছে ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায়। সাশা একজন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর। তিনি এর আগেও ডেভিড বেকহ্যাম, এমএস ধোনি, যুবরাজ সিংদের মতো সেলিব্রিটি ক্রীড়াবিদদের চ্যারিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

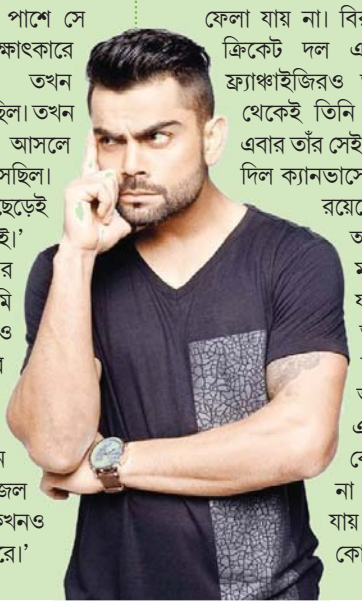

আর কে কিনেছেন সেই ছবি, জানেন? তিনি হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ শিল্পপতি পুনম গুপ্তা। বিরাট কোহলি ফাউন্ডেশন আয়োজিত লন্ডনের চ্যারিটি ডিনারে এই ছবি কিনে নেন তিনি। স্কটল্যান্ডের সংস্থা পিজি পেপারের সিইও পুনম ছবি কেনার পর জানালেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটের এই প্রজন্মের ক্রিকেটারদের যেটা ভালো দিক সেটা হল তাঁরা ক্রিকেটের বাইরেও আরও বিভিন্ন সামাজিক কাজের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমি বিরাটের কাজের সঙ্গেও ভীষণভাবে যুক্ত।' শুধু তাই নয়, সাশাও তাঁর ভীষণ পছন্দের একজন চিত্রকর। তাই এই ছবি কিনে নিতে তাঁকে বেশি ভাবতে হয়নি।

## ট্যুইটারে রোহিতকে ব্লক করলেন তাঁর এক্স

তিনি যখন ব্যস্ত ছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে, ঠিক সেই সময়ই রোহিতকে ব্লক করলেন তার প্রাক্তন প্রেমিকা। হ্যাঁ, ৫ বছর আগে এর সঙ্গেই প্রেম করতেন রোহিত শর্মা। ক্রিকেটার রোহিত শর্মাকে ট্যুইটারে ব্লক করলেন তাঁর সেই এক্স গার্লফ্রেন্ড সোফিয়া হায়াত। বেশ কিছু বছর তাঁরা সম্পর্কে ছিলেন। যদিও ২০১২ সালে বিচ্ছেদ হয় দু'জনের। তারপর থেকে আর তাঁদের এক ফ্রেমে দেখা যায়নি কখনও। কিন্তু, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁরা কখনও একে অপরকে ব্লকও করেননি। এবার করলেন। তবে রোহিত নয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলাকালীন ট্যুইটারে রোহিতকে ব্লক করার একটি সুপার ইম্পোজড স্ক্রিনশটের ছবি আপলোড করেন সোফিয়া। স্ক্রিনশটটির ক্যাপশন ছিল, 'শেষ পর্যন্ত ব্লক করতেই হল।'

গত এপ্রিলেই সোফিয়া বিয়ে করেছেন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার ভ্লাদ স্তানিস্কুকে। অন্যদিকে, রোহিতেরও বিয়ে হয়েছে দু'বছর আগে। বছর পাঁচেক আগে যখন দু'জনের ব্রেকআপ হয়, তখন সোফিয়া ট্যুইটারেই সেই খবর দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, রোহিতের সঙ্গে তিনি বেশ কয়েক বার ডেট করেছেন। এর পরেই লেখা ছিল, সম্পর্ক ভাঙার পর 'এক জন জেন্টলম্যান-এর অপেক্ষাতে রয়েছি।' বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বেশ কয়েকবার শিরোনামে এসেছেন বিগ বস সেভেনের নজরকাড়া ওই মডেল। তবে, রোহিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রায় পাঁচ বছর পর সেই 'জেন্টলম্যান'-এর খোঁজ মেলে। রোহিতকে ব্লক করার আগে হঠাৎ করে স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি। সমস্ত বিষয়টিই পরিষ্কার নয়। ব্লক কেন করতে হল? তবে কি রোহিত-সোফিয়ার মধ্যে গোপনে সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগাযোগ ছিল? অনেকের অবশ্য ধারণা, সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরকে ফলো করা মানে সেটাকে যোগাযোগ বলা ঠিক নয়। সোফিয়া-রোহিতের মধ্যে হয়তো তেমনটাই ছিল।

## মেসির থেকে ধার নিলেন রোনাল্ডো

দু'জনের দ্বন্দ্ব অনেকদিনের। কে বড় সেই নিয়ে লড়াই চলে। সেই বিতর্ক আজও শেষ হয়নি। পরেও হবে বলে মনে হয় না। কথা হচ্ছে লিওনেল মেসি ও রোনাল্ডোকে নিয়ে। তবে ইতিমধ্যে রোনাল্ডো যে কাজটা করে বসেছেন, তা নিয়ে গোটা ফুটবল বিশ্বে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রোনাল্ডো পরিবারে দুই নতুন সদস্যের আবির্ভাব হয়েছে। এরা হল রোনাল্ডোর দুই যমজ সন্তান। এদের মা জর্জিনা রডরিগেজ নন। বড় ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের মতোই 'সারোগেট' পদ্ধতি অর্থাৎ গর্ভদায়িনী মায়ের সাহায্যেই ফের বাবা হয়েছেন রোনাল্ডো।

কিন্তু কথা হচ্ছে যে বিষয় নিয়ে তা হল রোনাল্ডোর নবাগত ছেলের নাস মাতেও। পর্তুগিজ মিডিয়ার দাবি, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেসির ছোট ছেলের নামটাই ধার নিয়েছেন রোনাল্ডো। কাকতালীয়ভাবে মেসির ছোট ছেলের নামও মাতেও।



স্প্যানিশ শব্দ 'মাতেও' মানে হল, ঈশ্বরের উপহার। রোনাল্ডো নিজের মেয়ের নাম রেখেছেন ইভা। গত কয়েক মাস ধরেই জল্পনা ছিল, রোনাল্ডোর বান্ধবী জর্জিনা হয়তো অন্তঃসত্ত্বা। সেই সব জল্পনা উড়িয়ে অবশ্য রোনাল্ডোর কাছের এক সূত্রের দাবি, রোনাল্ডোর যমজ বাচ্চাদের জন্মও সারোগেট পদ্ধতিতেই হয়েছে। সেই সূত্র আরও জানা গিয়েছে যে, ক্রিশ্চিয়ানো খুব উৎসুক পরিবারের নতুন সদস্যের সঙ্গে দেখা করতে। নিজের ব্যক্তিগত জীবন যতটা পারেন আড়ালে রাখতে চায় রোনাল্ডো। কিন্তু নিজেই বন্ধুদের জানিয়েছিল, খুব শীঘ্রই তিনি আবার যমজ বাচ্চার বাবা হতে চলেছেন।

## বার্সেলোনার জার্সি পরলে ১৫ বছর জেল

এ কী সমস্যা সৌদি আরবে। মেসির ফ্যান হলেও সে দেশে বার্সেলোনার জার্সি গায়ে ঘোরা যাবে না। ঘুরলে পুলিশ যদি দেখতে পায়, তা হলে আর রক্ষা নেই। একেবারে ধরে সোজা জেলে ঢুকিয়ে দেবে। কাতার এয়ারওয়েজের স্পনসর লোগো থাকায় স্প্যানিশ ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনার জার্সি পরাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সৌদি আরব। যারা মানবে না তাদের জেল এবং জরিমানা করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে সরকার। কাতারের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততার সূত্রেই দেশটি এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

সৌদি আরবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কাতার এয়ারওয়েজের লোগো থাকা বার্সেলোনার জার্সি পরে সৌদিতে প্রবেশ করলে ১৫ বছরের জেল সহ ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলার জরিমানাও দিতে হবে। স্কাই ইতালি টিভি চ্যানেল জানিয়েছে, যেসব সমর্থক কাতার এয়ারওয়েজের লোগো থাকা জার্সি পরে সৌদি আরবে প্রবেশ করবেন অথবা সৌদিতে বার্সেলোনা জার্সি পরবেন তাঁদের ১৫ বছরের জেল ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলার জরিমানাও দিতে হবে। বার্সেলোনার জার্সিতে কাতার এয়ারওয়েজের লোগো রয়েছে। স্প্যানিশ জায়ান্টদের স্পনসর কাতার এয়ারওয়েজ। সৌদি আরবের আপত্তি এখানেই।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৩০ জুন ২০১৭

# দাদার সঙ্গে ময়দানে সাক্ষাতের জন্য মুখিয়ে দিয়েগো

মহালয়ায় দেবী দুর্গার পাশাপাশি কলকাতায় পা রাখছেন ফুটবলের রাজপুত্রও। দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা। ন'বছর পর অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের ঠিক আগেই ১৮-২০ সেপ্টেম্বর আবার সিটি অব জয় মাতাতে আসছেন তিনি। কাউন্টডাউন শুরু হয়েই গেছে। কলকাতায় এসে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবেন প্রাক্তন ফুটবল কিংবদন্তি। বারাসাতে আদিত্য স্কুলের মাঠে হতে চলা ওই প্রদর্শনী ম্যাচের নামকরণ করা হয়েছে, 'দিয়েগো বনাম দাদা'।

দ্বিতীয় কলকাতা সফর নিয়ে উচ্ছ্বসিত মারাদোনাও। মুখিয়ে রয়েছেন 'প্রিন্স অব ক্যালকাটা' সৌরভের সঙ্গে দেখা করার জন্য। নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজেও সে কথা লিখে জানিয়ে নিজে হাতে কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছেন তিনি। সৌরভও বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান এবং মারাদোনার বাঁ পায়ে জাদু আছে— এই মিল তাঁদের প্রথম আলাপকে জমিয়ে দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। মারাদোনার এই সফরের আয়োজকরা জানিয়েছেন, মারাদোনা তাঁর সই করা একজোড়া বুট সৌরভকে পাঠাবেন। ওই বুট পরেই এক ঘণ্টার প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবেন সৌরভ। মহালয়ার দিন ১৯ সেপ্টেম্বর বারাসাতে ওই ম্যাচ হবে। আদিত্য স্কুল মাঠে ২০ হাজার দর্শকাসনের ব্যবস্থা করা হবে। যার মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার আসনের জন্য টিকিট বিক্রি করা হবে। বাকিটা শুধু স্পনসরদের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

সৌরভ বনাম মারাদোনার ম্যাচে যোগ দিতে পারেন ক্রীড়া ও বিনোদন জগতের আরও অনেক সেলেব্রিটি। মেক্সিকো বিশ্বকাপের মহানায়কের দলে থাকবেন হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। ইতিমধ্যে অনেকেই খেলার জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছেন। জানা গেছে, সৌরভের দলে খেলবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (অধিনায়ক), মনোজ তিওয়ারি, দীপ দাশগুপ্ত, দেব, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, জিশু সেনগুপ্ত। মারাদোনার দলে থাকবেন- দিয়েগো মারাদোনা (অধিনায়ক), হোসে রামিরেজ ব্যারেটো, ভাইচুং ভুটিয়া, আইএম বিজয়ন, রণবীর কাপুর, অভিষেক বচ্চন। মারাদোনার হয়ে বা মারাদোনার বিরুদ্ধে আরও অনেক তারকাকেই খেলতে দেখা যাবে। এই ইভেন্টের আয়োজক এক কর্তা জানিয়েছেন, খেলার ব্যাপারে বলিউডের রণবীর সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার দুটি পুজোর উদ্বোধন করবেন মারাদোনা। মারাদোনা ফিরতেই অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের ফুটবলজ্বরে আক্রান্ত হবে কলকাতাও।

# এলবিডব্লুউ কী? জানেন না আফ্রিদি

হ্যাঁ, এটা সত্যি! আর এটাও সত্যি যে এমনটা শাহিদ আফ্রিদি বলেই সম্ভব। ক্রিজে নেমে ধুমধারাক্কা ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। এই জন্যই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল বুমবুম আফ্রিদি। বল হাতেও স্পিনের জাদুতে বিপক্ষের রাতের ঘুম কেড়ে নিতেন তিনি। আর সেই আফ্রিদিই কিনা জানেন না এলবিডব্লিউ কী জিনিস? অথচ প্রায় কুড়ি বছরের কেরিয়ারে সব ধরনের ক্রিকেট খেলে ৫৪০টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। যার মধ্যে ৯৭টি আবার এলবিডব্লুউ। বছর দুয়েক হল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। এখন বিভিন্ন চ্যানেলে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আফ্রিদিকে মতামত দিতে দেখা যায়।

ঘটনাটি ঘটেছে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের স্টুডিওতেই। সেখানেই লাইভে হাসির খোরাক হয়েছেন আফ্রিদি। চ্যানেলটির মজার অনুষ্ঠানের নিয়ম হল, সঞ্চালকরা একটি বিষয় আকার-ইঙ্গিতে বোঝাবেন। আফ্রিদিকে জানাতে হবে ঘটনাটা কী। অনুষ্ঠানে দেখা যায় আফ্রিদিকে সঞ্চালকরা কিছু বলার চেষ্টা করছেন। উইকেটের সামনে পা বাড়িয়ে কীভাবে ব্যাটসম্যানরা আউট হন, তাও বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। এত কিছুর পরেও হেডফোন কানে থাকা প্রাক্তন পাক অলরাউন্ডার কিছুই ধরতে পারেননি। সবশেষে হেডফোন খুলে আফ্রিদি পাল্টা প্রশ্ন করেন, এমন কোনও আউট আদৌ আছে নাকি? বিস্মিত আফ্রিদি বলতে থাকেন, সঞ্চালকরা তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এই প্রথম নাকি তিনি 'লেগ বিফোর দ্য উইকেট'-এর কথা শুনলেন। সঞ্চালকরা যা বুঝিয়েছেন তাতে হয়তো হিট উইকেট হতে পারে। এই যুক্তি দেখিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার হাসির খোরাক হয়েছেন আফ্রিদি। কেউ কেউ আফ্রিদির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

# এবার ফোর্বস-এর তালিকায় কোহলি

ইতিমধ্যেই নানা রেকর্ড করে ফেলেছেন বিরাট কোহলি। এবার ফোর্বস তাঁর মাথায় আরও একটি পালক লাগিয়ে দিল। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ১০০ ক্রীড়াবিদের তালিকা প্রকাশ করল ফোর্বস ম্যাগাজিন। এই লিস্টে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে স্থান পেয়েছেন বিরাট কোহলি।

তালিকার শীর্ষে রয়েছেন কিংবদন্তি ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তালিকায় কোহলি রয়েছেন ৮৯তম স্থানে। তাঁর মোট আয় ২.২০ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ৩০ লক্ষ ডলার তাঁর বেতন। এছাড়া, ৯০ লক্ষ ডলার আয় করেন বিজ্ঞাপন থেকে। বাকিটা এসেছে পুরস্কার থেকে। ফোর্বস লিখেছে, এখন থেকেই কোহলির তুলনা কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গে হতে শুরু করেছে। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, কোহলি প্রতিনিয়ত নতুন রেকর্ড গড়ছেন। ২০১৫ সালে তিনি ভারতের জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব পান। রোনাল্ডো মোট ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার আয় করে শীর্ষে রয়েছেন। মার্কিন বাস্কেটবল খেলোয়াড় লিব্রোন জেমস ৮ কোটি ৬২ লক্ষ ডলার কামিয়ে দু'নম্বরে রয়েছেন। তিন নম্বরে রয়েছেন লিওনেল মেসি। তাঁর আয় আট কোটি ডলার। এরপরই রয়েছেন রজার ফেডেরার। তাঁর আয় ৮.৪০ কোটি ডলার। সেরেনা উইলিয়ামস রয়েছেন ৫১ তম স্থানে। তাঁর আয় ২.৭০ কোটি ডলার।

# নতুন সাইনাকে পেয়ে কোচিংয়ে ফিরেছেন আরিফ

কিছু বছর আগে পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন নিয়ে এতটা মাতামাতি ছিল না। এখন সাইনা নেহওয়াল, পিভি সিন্ধু দেশের ব্যাডমিন্টনের স্টার। এর আগে পুল্লেলা গোপীচাঁদ ছিলেন। কিন্তু, এঁদের সবার পেছনে একজন রয়েছেন। সেটা কতজন জানেন? আজ জেনে নিন কে সেই ব্যক্তি যাঁর হাত থেকে সেরা ব্যাডমিন্টন তারকারা বেড়িয়েছেন।

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের প্রথম দ্রোণাচার্য তিনি। ৪০ বছরের কোচিং জীবনে দেশকে তাঁর উপহার আন্তর্জাতিক স্তরে খেলা অন্তত দেড়শো জন খেলোয়াড়। সেই এসএম আরিফ ১৩ বছর পর আবার কোচিংয়ের মূলস্রোতে ফিরলেন। ৭৪ বছর বয়সি কোচকে মূলস্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ তাঁর ছাত্রী জ্বালা গুট্টার। হায়দরাবাদে গুট্টা শুরু করেছেন সেন্টার অব এক্সেলেন্স। সেখানে মেন্টর হয়ে যোগ দিয়েছেন আরিফ। আরিফ বললেন, 'ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে এখন খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় শ'দেড়েক। ওদের বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। এছাড়াও রয়েছে পাঁচ থেকে ছ'জন কোচ। কোচদেরও ক্লাস নিতে হয়।'

এখন আর চাকরি করেন না। অবসর নিয়েছিলেন ১৩ বছর আগে। তারপরও ব্যাডমিন্টন ছাড়েননি আরিফ। লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে প্রায় প্রত্যেকদিন সকালে গিয়ে বসে থাকতেন। খুদে খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিস দেখতেন। ছোটদের নিয়মিত পরামর্শ দেওয়ার অভ্যাসও তাঁর ছিল।

সেখানেই দু'বছর আগে আরিফের নজরে পড়ে যায় ইরা শর্মা। হরিয়ানায় জন্ম। কিন্তু কর্মসূত্রে বাবা-মা থাকেন হায়দরাবাদে। ইরার বয়স ১৭ বছর। প্রতিভাবান। কিন্তু শরীর খুব দুর্বল এবং ফোকাসের অভাব। তাই প্রথম দিনের ট্রায়ালে নজর কাড়লেও ইরাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আরিফ। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'দ্বিতীয় দিন ট্রায়ালের আগে ওর সামনে একটা মোবাইল ফোন আর একটা র‍্যাকেট রেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোনটাকে সবসময়ের সঙ্গী করতে চায়। ইরা র‍্যাকেটটা ধরেছিল।' তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি ইরাকে। ১৭ বছর বয়সেই গত বছর জুনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ইরা। গুট্টার অ্যাকাডেমিতে সেই এখন আরিফের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় মহিলা ছাত্রী।

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৩০ জুন ২০১৭

# লেগ ক্রিকেটের বিশেষ প্রচার দরকার: চন্দন

exclusive

এদেশে ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি আজ থেকে নয়। গাভাসকার থেকে শচীন, এখন কোহলি। প্রত্যেক প্রজন্ম তাদের নিজস্ব ক্রিকেট দেবতাকে পেয়ে মেতে উঠেছে নিজের মতো করে। ক্রিকেট ধর্ম হয়ে উঠেছে ভারতের। কথায় রয়েছে, খেলার রাজা ফুটবল। আর, রাজার খেলা ক্রিকেট। আজ ক্রিকেট কিন্তু সীমিত কয়েকটা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অনেক দেশে। কানাডা, আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস এমনকী আর্জেন্টিনাও ব্যাট-বল নিয়ে চুটিয়ে খেলছে। আমরা কতটুকুই-বা খবর রাখি। শুধু তাই নয়, ফুটবল থেকে যেমন এসেছে ফুটসল, আইস ফুটবল। ক্রিকেট থেকেও এসেছে অন্য ধরনের ক্রিকেট। এমনটা হলে খুব ভালো হতো যদি ক্রিকেট আর ফুটবলকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যেত। সত্যি মিলিয়ে দেওয়া গিয়েছে। রাজার খেলা আর খেলার রাজাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া গিয়েছে। আর দুটো মিলিয়ে যে-খেলা জন্ম নিয়েছে, তার নাম লেগ ক্রিকেট। এই নামটা শুনে একটু খাবড়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু, এই লেগ ক্রিকেটে ভারত খেলছে ২০১০ থেকে। লেগ ক্রিকেটে ভারতীয় দলের খেলোয়াড় ওড়িশার চন্দন রায় এই বিশেষ খেলা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানলেন **সুদীপ্ত বিশ্বাস**'কে।

ক্রিকেট সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে লেগ ক্রিকেট নামটার সঙ্গে আমরা বিশেষ কেউ পরিচিত নয়। লেগ ক্রিকেট কী?

**চন্দন:** লেগ ক্রিকেট অনেক দিক থেকে ক্রিকেটের মতো। কিন্তু পুরোপরি ক্রিকেট নয়।

ঠিক বোঝা গেল না। পাঠকদের জন্য ব্যাপারটা বিস্তারিত বলুন...

**চন্দন:** লেগ ক্রিকেট ভারতে শুরু হয় ২০১০ সালে। যোগেন্দর প্রসাদ বর্মা এই খেলা চালু করেন প্রথম। ক্রিকেটের মতো এটাও গোল মাঠে খেলা হয়।

খেলার নিয়ম কি ক্রিকেটের মতোই? তা হলে পা কী ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়?

**চন্দন:** খেলাটা ক্রিকেটের মতো হলেও খেলার নিয়ম আলাদা। গোল মাঠে রেডিয়াস হয় ৮০ থেকে ১২০-র মধ্যে। পিচ ৪২-৪৮ ফুট লম্বা এবং ৮ ফুট চওড়া হয়। তবে ছোটদের ম্যাচ হলে পিচও ছোট হয়ে যায়। দুটো টিমে ১১+৪, মানে ১৪ জন করে খেলোয়াড় নামে। মাঠে নামতে পারে ১১ জন। যে টসে জেতে সে ঠিক করে ফিল্ডিং করবে না ব্যাটিং করবে। বোলার আন্ডার আর্ম বল করে। এখানে খেলার বলটা ক্রিকেটের মতো হয় না। আকারে একটু বড় হয়। মানে ভলিবল বা ফুটবলের থেকে একটু ছোট। আর ব্যাটসম্যান নেই এই খেলায়। লেগসম্যান বলা হয়। বোলার বল করার পর লেগসম্যানকে পা দিয়ে বলটাকে মারতে হবে। ক্রিকেটের মতো সিঙ্গল রান রয়েছে। চার, ছয় রয়েছে। লেগসম্যান যদি মারতে গিয়ে দু'বার পা টাচ করে ফেলে তবে আউট বলে ঘোষণা করা হবে। এখানেও ক্যাচ আউট, হিট উইকেট রয়েছে।

তাহলে ক্রিকেটের সঙ্গে লেগক্রিকেটের প্রধান পার্থক্যগুলো কী?

**চন্দন:** পার্থক্য অনেক জায়গায় রয়েছে। ক্রিকেটে ফুল হ্যান্ডে বোলিং করা হয়। এখানে আন্ডারআর্মে। ক্রিকেটে পাওয়ার প্লে, ফিল্ডিং রেসট্রিকশন রয়েছে। লেগ ক্রিকেটে সে সব কিছু নেই। লেগ ক্রিকেটে ১ নম্বর সাইজের ফুটবল ব্যবহার করা হয়।

আপনি ভারতীয় দলের হয়ে খেলছেন। এটা সত্যি বড় অ্যাচিভমেন্ট। কিন্তু আপনার কি কোথাও মনে হয় না যে এই খেলা আপনাকে তারকা বানাতে পারবে না কোনও দিন...

**চন্দন:** লেগ ক্রিকেট এখন শুরুর দিকে। এই খেলাটার বিশেষ প্রচার দরকার। তবে লোকজন খেলাটার সম্পর্কে জানবেন। আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যেন লেগ ক্রিকেটের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। আর আমি কোনওদিন তারকা হওয়ার স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্ন দেখেছি দেশের জার্সি গায়ে খেলার। সেটা পূরণ হয়েছে আমার।

আপনি লেগ ক্রিকেটকে বেছে নিলেন কেন?

**চন্দন:** আমি ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিবারিক সমস্যা, অর্থের অভাবে ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতে পারিনি। তাই এই খেলাকে বেছে নিই। পুরোপুরি ক্রিকেট না হলেও ক্রিকেটের ছোঁয়া তো রয়েছে। এতেই আমি খুশি।

লেগ ক্রিকেট যখন খেলা শুরু করলেন তখন বাবা-মা কিছু বলেননি?

**চন্দন:** না, ওঁরা আমার মধ্যে ইচ্ছেটা দেখেছেন। এই খেলায় সমর্থন করেছেন।

আপনি ৫ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখছেন?

**চন্দন:** আমি ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি না । বর্তমান ভালো রাখার চেষ্টা করি। সেটা ভালো হলেই ভবিষ্যৎ ভালো হবে।

এই খেলাতে আপনার সমস্যা কোথায় হচ্ছে?

**চন্দন:** আমার প্রধান সমস্যা স্পনসর। সেটা কেউ যদি দেয় তা হলে আরও এগোতে পারি।

আপনার সেরা ক্রিকেটার কে?

**চন্দন:** ধোনি। ওর জেদ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, খেলা, সবটাই আমার ভালো লাগে।

আপনি যদি শচীনকে সামনে পান তাহলে কী বলবেন?

**চন্দন:** আমি শচীনের দু'হাত ধরে অনুরোধ করব লেগ ক্রিকেটকে ভারতে যেন প্রোমোট করা হয়।